কৃষি সুপারিশ

১৭-২০ ই নভেম্বর, ২০২২ (৩০ শে কার্ত্তিক -৩ রা অগ্রহায়ন ১৪২৯)

আমন ধান :-

শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে ধান কেটে ফেলুন । বাদামি বা হলদেটে রং এর ছোটো ছোটো শোষক পোকা দলবদ্ধ ভাবে গাছের গোঁড়ায় বসে রস চুষে খায় এবং গোঁড়ায় বসে রস চুষে খায় এবং গাছের গোড় পঁচে যায়। লক্ষ্য না রাখলে মারত্মক ক্ষতি হতে পারে। পোকার আক্রমন অর্থনৈতিক ক্ষতির সীমা অতিক্রম করলে থায়োমিথোক্সাম ২৫% ডব্লুজি. ০.৫০ গ্রাম বা বুপ্রোফেজিন ১৫% এসসি. + এসিফেট ৩৫% ডব্লিউ .জি ২.৫০ গ্রাম বা এসিফেট ৭৫% ডব্লিউ .পি ১.৫০-২.০০ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।পোকা দমনে রাত্রে আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা করুন ।বীজ রাখার জন্য নির্বাচিত জমি থেকে ভিন্ন জাতের গাছ তুলে ফেলুন । **সবরকম ফসলের বীজ অবশ্যই শোধন করে বপন করুন ।আগে বীজ শোধন পরে বীজ বপন ।**

তৈল বীজ

শ্বেত সরিষা ও রাই সরিষা-র বীজ বুনে ফেলুন ।উন্নত জাত: (শ্বেত সরিষা) :- বিনয়,সুবিনয়,ঝুমকা এবং (রাই সরিষা) :- সীতা, ভাগীরথী, সরম, পুসা বোল্ড, বরুনা । বীজের হার :হেক্টর প্রতি সারে সাত (৭.৫) কেজি ।বীজ শোধনের জন্য থাইরম অথবা ক্যাপটান ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে নিন ।বীজ সারিতে ৩০ সেমি X ১০ সেমি দূরত্বে বুনুন । মূল সার হিসাবে জৈবসার ৫ টন ও অ্যাজোফস ১৫ কেজি হেক্টর প্রতি প্রয়োগ করুন এবং শ্বেত সরিষার ক্ষেত্রে ৫০ কেজি নাইট্রোজেন,৫০ কেজি ফসফেট, ২৫ কেজি পটাশ ও রাই সরিষর ক্ষেত্রে ৬০ কেজি নাইট্রোজেন ৬০ কেজি ফসফেট ৩০ কেজি পটাশ জমিতে মিশিয়ে দিন ।

রবি মরশুমের বাদাম বীজ এখন বোনা যায়। উন্নত জাত: এ কে-১২-২৪, ফুলে প্রগতি(জে এল-২৪), টি এ জি-২৪ ইত্যাদি । বীজের পরিমান জে এল-২৪ এর ক্ষেত্রে, ১২০ - ’১৩০ কেজি ও অনান্য জাতের ক্ষেত্রে ১০০- ১১০ কেজি খোসা ছাড়ানো বীজ প্রতি হেক্টরে ।

মূল সার হিসাবে জৈব সার ৫ টন, নাইট্রোজেন ২০ কেজি, ফসফেট ৬০ কেজি, ও পটাশ ৮০ কেজি হেক্টর প্রতি মাটির সাথে মিশিয়ে দিন ।বীজে রাইজোবিয়াম কালচার মাখিয়ে বুনুন ।

ডাল শস্য

ডাল শস্য যেমন **বেসারী মাষ মুসুরি,** ইত্যাদির বীজ বুনুন । বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সাথে থাইরাম অথবা ক্যাপটান ২.৫ গ্রাম হারে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

বেসারী:- জাত: নির্মল, রতন , পুসা-২৪ । হেক্টর প্রতি ৪৫ - ৫০ কেজি বীজ সারিতে ২০ সেমি X ১০ সেমি দূরত্বে বপন করুন। বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার বীজের সাথে মাখিয়ে নিন। মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার এবং ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফেট, ৪০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

মাষ- জাত: ধুসর, জি এফ-৬৮,ডি ডি আর-২৩, আজাদ । হেক্টর প্রতি ৫০-৭৫ কেজি বীজ সারিতে ২০ সেমি X ১০ সেমি দূরত্বে বপন করুন ও বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার বীজের সাথে মাখিয়ে নিন ।মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার এবং ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফেট, ৪০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

মুসুরী: জাত :আশা,রন্জন, সুব্রত, কে-৭৫, এল-৪০৭৬ । বীজ শোধনের জন্য থাইরম(৭৫%) অথবা ক্যাপটান(৭৫%) ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে নিন। মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার এবং ৩০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট, ৬০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন। **রবি অড়হর এর বীজ বুনুন**। এই জন্য **রবি ২০/১০৫** জাতের বীজ শোধন করে বুনুন । বিঘা প্রতি ৮ কেজি বীজ প্রয়োজন। ২ ফুট X ১ ফুট দূরত্বে বীজ বুনুন। বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার বীজের সাথে মাখিয়ে নিন। মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈব সার ৫ টন, এবং ৩০ কেজি নাইট্রোজেন,৬০ কেজি ফসফেট, ৬০ কেজি পটাশ জমিতে প্রয়োগ করুন।

আলু :সময় মতো ফসল কেটে নিন।পরবর্তি আলু বসানোর পরিকল্পনা করুন ।

আলু :আলু বীজ বপন করুন। জাত: কুফরি-চন্দ্রমুখী, কুফরি-অশোক,কুফরি-পোখরাজ,কুফরি-লভকর, কুফরি-জ্যোতি,কুফরি-লালিমা,কুফরি-আনন্দ,কুফরি-চিপসোনা-১, কুফরি-চিপসোনা-২ ইত্যাদি।

২-৩টি চোখ যুক্ত কমপক্ষে ২০ গ্রাম ওজনের আলু-কন্দ শোধন করে ১ হাত দূরে দূরে সারিতে ও সারিতে ১ হাতে ৩ টি করে কন্দ বসান। হেক্টর প্রতি ১৮-২০ কুইন্টাল আলু-কন্দের প্রয়োজন।বীজ শোধনের জন্য নিম্নলেখিত দ্রবনে বীজ-আলু ডুবিয়ে রাখতে হবে

ক) মিথেরিল ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ২ মিনিট, অথবা

খ) ম্যানকোজেব : ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ১০ মিনিট ।

মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে সার প্রয়োগ করুন । অন্যথায়, মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈব সার ১০ টন, ১৫ কেজি অ্যাজোফস এবং নাইট্রোজেন ৬৬.৫ কেজি ৫০ কেজি ফসফেট, ৫০ কেজি পটাশ সার মাটিতে মিশিয়ে দিন ।

গম বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন ।এই জন্য পি বি ডব্লিউ-৩৪৩/ ৪৪৩/৩৭৩/৫০২, রাজলক্ষি, কে -৩০৭(শতাব্দী), সোনালী, ইউ পি-২৬২, আর আর-২, দেব (কে-৯১০৭) ইত্যাদির বীজ সংগ্রহ করুন ।হেক্টর প্রতি ১০০ - ১২০ কেজি বীজের প্রয়োজন ।জমির জো দেখে চাষ দিয়ে মাটি ঝুড়ঝুড়ে করে বীজ বুনুন । মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার, ১৫ কেজি অ্যাজোফস এবং ৬০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট, ৬০ কেজি পটাশ সার মাটিতে মিশিয়ে দিন ।বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সাথে ২.৫ গ্রাম কার্বেন্ডিম ও ২.৫ গ্রাম থাইরম অথবা ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম বা ম্যানকোজেব মিশিয়ে নিন ।

জিরো টিলেজ প্রযুক্তিতে আমন ধান কাটার পরে জমিতে যন্ত্রের সাহায্যে গম বীজ বুনে ও সার প্রয়োগ করে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্ত সহায়ক অথবা সহ কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন

কৃষিঅধিকর্তা,পশ্চিমবঙ্গসরকারএর

পক্ষে

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (জনসংযোগ, তথ্য ও সম্প্রচার),
পশ্চিমবঙ্গ